দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মারমা ও বম ভাষায় পাঠ্যবই

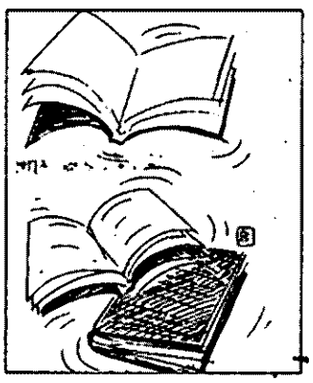

মাতৃস্নেহ ছাড়া যেমন শিশু লালিত-বর্ধিত হতে পারে না, তেমনি মাতৃভাষাই যেকোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষা এবং সার্বিক ও পরিপূর্ণ বিকাশের অপরিহার্য উপাদান।

বাঙালী জাতি তার মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে বাহান্নর রক্তক্ষয়ী ভাষা সংগ্রামের পথ ধরে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতিও মিলেছে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির। কিন্তু বাংলা ভাষা ও একুশের অধিকার ও স্বীকৃতি এদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা-সংস্কৃতির অধিকার, স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাছাড়া কোন ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনা। বাংলাদেশের অপার ও নয়নজুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য শুধু অরণ্য, পাহাড়, নদীকে নিয়েই পরিপূর্ণ নয়, পূর্ণতা পেয়েছে তা এখানে বসবাসকারী বাঙালী জাতির সঙ্গে পাহাড় ও অরণ্যের সন্তান ৪৫টি আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে নিয়েই। তারা যেমন বাঙালী জাতি ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি তাদের প্রত্যেকের রয়েছে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতি। এক গবেষণায় প্রকাশ, আদিবাসীরা দেশের মোট জনসংখ্যার এক দশমিক পাঁচ শতাংশ, তাদের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লাখ। এই উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল থেকেই এ-ভূখণ্ডে নানারকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ, ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত তাদেরও রয়েছে অনন্য ও রক্তক্ষয়ী অবদান। ব্যাপকভাবেই অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত, সরকারী সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত থেকেও দেশগঠনে, সমাজ গঠনে, জাতির উন্নয়ন-অগ্রগতিতে তাদের রয়েছে মূল্যবান অবদান। অথচ, এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতি তাদের ভাষা-সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে স্বীকৃতি ও মর্যাদান, বিলুপ্তি ও অবমূল্যায়নের হাত থেকে রক্ষা এবং উন্নত ও বিকশিত করার কর্তব্য- বোধটি রাষ্ট্র সুদীর্ঘকাল ধরেই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত। তাদের বঞ্চনা ও অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে মূলত তাদের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা।

এই উপেক্ষা, অবহেলা ও বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির আলোর মতোই জ্বলে উঠেছে বান্দরবানে মারমা ও বম, এই দুই আদিবাসী-ভাষায় দুটি পাঠ্যবই প্রণয়নের সংবাদ। প্রাথমিক স্তরের প্রথম বাংলাবইকে ঐ দুই আদিবাসী-ভাষায় প্রণয়ন করেছে বান্দরবান জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদ সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, আজ ২০ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী এ-বই দু'টির মোড়ক উন্মোচন করবেন। সরকার পার্বত্য জেলা বান্দরবানের ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটকে (উসাই) মারমা ও বম ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও জেলা পরিষদ আইনে পরিষদকে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় তাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি থেকে বেসরকারী সংস্থা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সংস্থার গণপাঠশালাগুলোয় মারমা ও বম শিশুদের পরীক্ষামূলকভাবে এ দু'টি পাঠ্যবই পড়ানো হবে। পরে, জেলার সব সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় মারমা ও বম শিশুদের পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন উপলক্ষে এবার জাতীয় সংখ্যালঘু হিসাবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং বন-পাহাড় উজাড় ও বেদখল বন্ধ করার দাবির সঙ্গে বিশেষভাবে আদিবাসীদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের প্রশ্নটি জোরেশোরে উঠে এসেছে। দশবছর আগে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

এর আগে, ১৯৯৯ সালের ২০ মার্চ রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া ইউনিয়নের বর্ষপাড়া গ্রামে সাঁওতালী ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য আদিবাসী পরিষদ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসী-ভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। দীর্ঘকাল পরে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সরকারী উদ্যোগও গৃহীত হতে শুরু করেছে। কখনও না-হওয়ার চাইতে অনেক বিলম্বে হলেও এই উদ্যোগ গৃহীত হওয়ায় আমরা একে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মারমা ও বম ছাড়াও চাকমা, গারো, হাজংসহ এ-ভূখণ্ডে বৈচিত্র্যময় যে, ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে, তাদের সকলেরই ভাষা-সংস্কৃতি-বর্ণমালাকে সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিলুপ্তি ও বিস্মৃতির গ্রাস থেকে উদ্ধার করে উন্নত ও বিকশিত করা ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে যার যার মাতৃভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের আধুনিক জীবনযাত্রা ও সভ্যতার অঙ্গীভূত করা হবে, এটাই সচেতন দেশবাসীর ঐকান্তিক কামনা ও প্রত্যাশা।